দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩/৭/২০০১
তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ঢাকা ভার্সিটিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তেজনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোন দৃঢ় ব্যবস্থা নেই

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দখলপাল্টাদখলের মহোৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ডজনখানেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের রামরাজত্ব কায়ম হয়েছে। সংঘর্ষ, রক্তারক্তি, গোলাগুলি, উত্তেজনা ও মুখোমুখি অবস্থান এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিত্যদিনের চিত্র হলেও তা থামানোর কোন উদ্যোগ নেই। শিক্ষাঙ্গনকে নৈরাজ্যের দিকে ক্রামগত ঠেলে দেবার জন্য নবাগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীরবতা, পুলিশের ঢিলেঢালা ও পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ড এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের উস্কানিকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল দায়ী করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি, চরম উত্তেজনা ও গোলাগুলি চললেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেই। সূত্র মতে, বিএনপি হাইকমান্ডের কঠোর নির্দেশ যেভাবেই হোক ছাত্রদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিতে

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জানায়।

ঢাকা ভার্সিটিসহ

(১২-এর পাতার পর)

হবে। বিগত পাঁচ বছর ধরে ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য বজায়কারী ছাত্রলীগও পিছু হটতে রাজি নয়। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যা করছে তা 'আইওয়াশ' বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। পুলিশের সামনেই গোলাগুলি হচ্ছে, অস্ত্রের মহড়া চলছে। অস্ত্রধারীরা হলে থাকছে। অথচ কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই, গ্রেফতার হয় না অস্ত্রধারী। গত মঙ্গলবার গভীররাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসাগুলোতে একযোগে তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত একমাত্র এফ রহমান হলে তল্লাশি করা হয়। বিষয়টি ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে। তল্লাশি যদি করতেই হয় তাহলে গোটা ক্যাম্পাস পুলিশ-বিডিআর দিয়ে অবরুদ্ধ করে হলে হলে অভিযান চালানো যেত। তাতে অভিযানের সফলতাও আসতা কিন্তু তা না করে ছাত্রলীগ প্রভাবিত কেবল এফ রহমান হলে নিষ্ফল তল্লাশি চালানো হলো। পাওয়া গেল মাত্র একটি রাইফেল ও একটি পিস্তল। ছাত্র, শিক্ষক মহলে প্রশ্ন উঠেছে লোক দেখানো এই অভিযানের অর্থ কি? সূত্র মতে, ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ক্যাডার ও অস্ত্রধারীদের খোদ পুলিশই সতর্ক করে দেয়। এই সুবিধা ছাড়াও ছাত্রদল ক্যাডারদের বড় সুযোগ হচ্ছে, তাদের